অধ্যাপক অজয় রায় ঃ আমরা কোন পথে চলছি?

ভোরের কাগজে প্রকাশিত : ০৫. ০৯. ২০০৪

গত একুশ আগস্ট যে সব গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়েছে বা ঢাকার বিভিন্নস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে তা সেনাবাহিনীতেই ব্যবহৃত হয়। তাহলে এতো বিপুলসংখ্যক গ্রেনেড সন্ত্রাসীদের হস্তগত হলো কীভাবে? এ রহস্য উদঘাটন করে দেশবাসীকে জানানোর একটি নৈতিক দায়িত্ব প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে থাকা প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক সর্বাধিনায়ক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ওপরও বর্তায়।

আমরা কোন পথে চলছি? না, ভুল বললাম। আমাদের কোন পথে চালনা করা হচ্ছে? বাংলাদেশ নামের এ রাষ্ট্রটিকে সরকার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন এ প্রশ্নটি আমার মতো অসংখ্য শান্তিকামী নিরীহ বাঙালির। একটি দৈনিকের বিজ্ঞ সম্পাদক কিছুদিন আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আমরা দেশটিকে কি একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চলেছি'? অভিযোগটি অবশ্য ফেলনা নয়। কিন্তু আসল কথা হলো, কারা আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিকে শুধু একটি অকার্যকর নয়, অস্থিতিশীল প্রতিষ্ঠানে রূপ দিচ্ছে? দুই বছরের অধিককাল হলো রাষ্ট্রযন্ত্রটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে বিএনপি ও তার সহযোগী ইসলাম পছন্দ কয়েকটি রাজনৈতিক দল।

সাম্প্রতিককালে দেশটি যে একটি সন্ত্রাসখচিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কি তা অস্বীকার করতে পারেন? এর জন্য কি কোনো দায়ভার আপনার নেই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? না, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, এটি আপনার উদ্দেশে লেখা কোনো খোলা চিঠি নয়। আপনাকে খোলা চিঠি লেখার দুঃসাহস যেন আমার কস্মিনকালেও না হয়। এমন ভীমরতি যেন বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পেয়ে না বসে। আমি অকপটে স্বীকার করছি, আপনার অনুগত ভক্তবাহিনীকে আমি ভয় পাই। ভয় পাই আপনাকে বেষ্টন করে রয়েছে ইসলাম পছন্দওয়ালা যে সব ঠ্যাঙারে জেহাদি যোদ্ধা, যারা এ দেশে তালেবানদের আদর্শে উজ্জীবিত একটি ইসলামি জমহুরিয়াৎ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদেরও। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সত্যিই যদি আমাদের প্রিয় দেশটিতে কট্টর ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, সে রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিন্তু আপনারও স্থান হবে না। আপনার বর্তমান সহকর্মীরাই আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে অন্দরমহলে আবদ্ধ করে রাখবে অসূর্যম্পশ্যা নারী হিসেবে।এইতো কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক তার ও তার পরিবারের সদস্যদের জীবন বাঁচাতে আপনার কাছে খোলা চিঠির মাধ্যমে আকুল আর্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার সুদৃষ্টি হয়তো ওই তুচ্ছ চিঠির প্রতি পড়েনি। আর আমলাদের বিবেচনায় এ ধরনের হাজার হাজার চিঠি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা হয়। সেসব দেখলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চলে! প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে হাজারো কতো

জরুরি কাজ! এ আকুল আবেদনটি যদি প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টিতে আনা হতো তবে কী আমাদের দৃঢ়চেতা অথচ দয়ার্দ্রহৃদয়া প্রধানমন্ত্রী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন? এর ফলে কি হতভাগ্য ড. আজাদকে সুদূর জার্মানির মিউনিখ শহরে হৃদযন্ত্রে আক্রান্ত হয়ে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বরণ করতে হতো না? অন্তহীন জিজ্ঞাসা বটে। ওই চিঠিটি পড়লে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেখতে পেতেন হতভাগ্য আজাদের সে কি করুণ আর্তি। নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি লিখেছিলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী ও প্রিয় দেশবাসী, অত্যন্ত অসহায়, আক্রান্ত ও বিপন্ন অবস্থায় আমি আজ আপনাদের কাছে এ খোলা চিঠি লিখছি। কেননা জীবন আমার ও পরিবারের সদস্যদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।' মাননীয় দেশনেত্রী, আরো শুনুন হতভাগ্য অধ্যাপকের করুণ আর্তনাদ। 'আমি প্রাণে বেঁচেছি, কিন্তু আমি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ নই। আমার এক চোখ অর্ধেক অন্ধ, আমার মুখে অসুন্দর ও কষ্টকর সেলাই। ঠোঁট শিথিল, দাঁতগুলো কৃত্রিম এবং শারীরিকভাবে দুর্বল। ... আমার জীবন নিরাপদ নয়। ... আমি বারবার খুনের হুমকি পাচ্ছি, আমার পরিবারের সদস্যদেরও বিপদে ফেলা হচ্ছে, যা যেকোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমার পরিবারের সদস্যদের ও নিকটজনদের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না, কেননা তাদের মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই; ... মনে হয় চারদিক থেকে ঘাতকেরা তাদের ঘিরে ফেলছে, কিন্তু তাদের রক্ষা করার কেউ নেই। এ অবস্থায় বেঁচে থাকা কতোটা কঠিন ও নিরর্থক, তা আপনারা হয়তো কল্পনাও করে উঠতে পারবেন না।'

সদ্য প্রয়াত হুমায়ুন আজাদ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী আপনাকে উদ্দেশ্য করে, আরো বলেছেন সেই খোলা চিঠিতে, 'আমার পরিবার ও আমি এখন সম্ভবত বাংলাদেশের সবচেয়ে আতঙ্কিত পরিবার ও ব্যক্তি, যাদের জীবন যেকোনো সময় বিপন্ন হতে পারে। ... আমার চরম বিপদের সময় আপনারা যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তা কি আপনারা পালন করবেন না আমার জীবনের জন্য?'

প্রধানমন্ত্রী আপনি বা আপনার সহকর্মীদের মধ্যে, যাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুএকজন ড. আজাদেরও সাবেক সহকর্মী রয়েছেন তারা যদি ড. আজাদের খোলা চিঠিটি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কি অশান্ত হৃদয় নিয়ে ওই চিঠিটি লিখেছিলেন, '... আমি একজন লেখক ও অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ, যার কাছে ঘরে বন্দি হয়ে থাকাটাই মৃত্যুর থেকেও শোচনীয়। ... একজন লেখক ও জ্ঞানচর্চাকারীর পক্ষে ভয়ে ঘরে বন্দি হয়ে থাকার মতো শোচনীয় আর কিছু নেই; এতে তার সৃষ্টিশীলতার অবসান ঘটে। একা আমি নই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন অধ্যাপককে একটি গোষ্ঠী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। তাঁদের যন্ত্রণা আমি বুঝি, কিন্তু আমাদের আর কতোকাল এই যন্ত্রণার মধ্যে বাস করতে হবে? ... আমাকে যারা সন্ত্রস্ত করে তুলছে, তারা একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাস করে। একটি জাতি ও দেশ তখনই

সুন্দর ও উন্নত হয়, যখন সে দেশে মতাদর্শগত বৈচিত্র্য থাকে, পরস্পরবিরোধী চিন্তানুসারীরাও পাশাপাশি বাস করে। পরস্পরের চিন্তা ও মতাদর্শকে সহ্য করাই গণতন্ত্রের রীতি। ... প্রিয় দেশবাসী, এ সংকটময় মুহূর্তে, বিপন্ন সময়ে আমার পরিবারের ও আমার জীবন আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করলাম। আপনারাই স্থির করবেন, বাংলাদেশ কি ঘাতকের চাপাতির নিচে থাকবে? আমি ও আমার পরিবার কি বিনিদ্র কাঁপতে থাকবে? রক্তের বন্যায় কি ডুবে যাবে বাংলাদেশ?' সরকার প্রধান কি বুঝতে পেরেছেন ড. আজাদের মর্মান্তিক কথাগুলোর মর্মবাণী? না, আপনি বুঝে উঠতে পারেননি। পারলে আমাদের সহকর্মীকে বিদেশের মাটিতে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। আপনারা কেউ অনুধাবন করেছেন, কি আশঙ্কা ব্যক্ত করে প্রয়াত ভাষাবিজ্ঞানী তার চিঠিটি সমাপ্ত করেছিলেন? গত একুশ আগস্ট বিকালে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ও সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে স্মরণাতীতকালের প্রচণ্ড বোমা-গ্রেনেড হামলা সেই আশঙ্কারই বাস্তবায়ন নয় কি?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, গত কয়েক মাসের নৃশংস ঘটনাবলীর কথা? গাজীপুরে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টারকে হত্যা, সিলেটে সুরঞ্জিত সেনের সভায় বোমা হামলা, সিলেটে হজরত শাহজালালের মাজারে একাধিকবার সন্ত্রাসী হামলা যার একটিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে নিরাপত্তা প্রদানে, তারপর ওই সিলেটেই মেয়রকে লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ হলো যার ফলে একজন ব্যক্তির অপমৃত্যু হলো। এই তো সেদিন সন্ত্রাসীরা (১১ আগস্ট) প্রচণ্ড হুমকি দিলো সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর উড়িয়ে দেবে। দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জারি করা হলো 'রেড এলার্ট' বা সর্বোচ্চ সতর্কতা। চট্টগ্রামে যে বিপুলসংখ্যক অবৈধ অস্ত্র এলো এর উৎস কোথায়, কারা আমদানি করলো এর উত্তর তো আজও জানা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কি জানেন, সাধারণ মানুষ যে রেহাই পাচ্ছে না সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের হাত থেকে? খবরের কাগজের পাতাতেই তো প্রতিদিন খবর ছাপানো হচ্ছে। একটি মাত্র উদাহরণ দিই। গত ক'দিন আগে দৈনিক ভোরের কাগজের রিপোর্ট- রাজধানীর আশপাশে সন্ত্রাসীদের হাতে শ্যামপুরে এক ব্যবসায়ী, তার কর্মচারী এবং জনৈক পথচারী হত্যা, কেরানীগঞ্জ এলাকায় এক যুবকের প্রাণনাশ। ইত্যাকার ঘটনা তো প্রতিদিনের খবর হয়ে উঠেছে। আর এর বিপরীতে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট সবকিছুই সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এসব কি দেশনেত্রীর অজানা? সরকার প্রধানের নিশ্চয় অজানা নয়, সন্ত্রাসীদের হাতে অহরহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আর সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা সম্পর্কে যতো কম বলা যায় ততোই বোধ হয় মঙ্গল। বিনয়ের সঙ্গে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই ঃ

১. বেগম খালেদা জিয়ার চারদলীয় জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন একটি পবিত্র অঙ্গীকার নিয়ে- আমাদের একটি 'সন্ত্রাসমুক্ত রাষ্ট্র' ও 'সুশাসন' উপহার দেবেন। কিন্তু বাস্তবে বেগম জিয়া কি উপহার দেননি একটি সন্ত্রাসখচিত ও একটি পুলিশি রাষ্ট্র?

২. ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সরকার সমর্থিত ক্যাডার ও মৌলবাদীদের ঠ্যাঙারে বাহিনীর নিপীড়ন ও তাদের অত্যাচারে হিন্দু-ক্রিশ্চিয়ান-বৌদ্ধ অর্থাৎ সংখ্যালঘুরা এবং জাতিতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুরা ধন-সম্পত্তি হারিয়েছে, গৃহহারা হয়েছে, দেশত্যাগী হয়েছে অনেকে। তাদের নারীদেরও ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হয়েছে। এই অরাজকতা এখনো চলছে। এতে কি প্রতীয়মান হয়?

৩. এখন মৌলবাদীদের শিকার হচ্ছেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষরাও। তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, গ্রামে একঘরে করা হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, ধর্মত্যাগ না করলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাদের মসজিদ দখল করা হচ্ছে এবং মসজিদের সাইনবোর্ড পুলিশি সহায়তায় পাল্টানো হচ্ছে। এসব কিসের নমুনা?

৩. রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহী কণ্ঠকে ঠ্যাঙারে বাহিনীর সদস্যরা ও পুলিশ সদস্যরা যেভাবে রোধ করছে এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীসহ সচেতন অনেকেই যখন বেগম জিয়ার সরকারকে 'ফ্যাসিবাদী সরকার' নামে আখ্যায়িত করেন, তখন আমি বিস্মিত হই না। সরকার এসব খণ্ডাবে কি করে?

৪. পুলিশ, বিডিআর, আনসার বাহিনী নিযুক্ত করেও এ সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়ে মাঠে নামিয়েছিলেন সেনাবাহিনীকে 'ক্লিনহার্ট' অপারেশনে। এতে সন্ত্রাসীদের হার্ট কতোটা 'ক্লিন' হয়েছিল তা ঈশ্বরই জানেন, তবে অনেকের যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছিল দেশবাসী তা জানে। কিন্তু এর পরেও সন্ত্রাসী মৌলবাদী শক্তির উত্থান রোধ করা যায়নি। সুদূর তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এর বিশাল কর্মক্ষেত্র। কিন্তু সরকার এসব আমলে নিচ্ছেন না কেন?

আমি তালিকা আরো দীর্ঘ করতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিমানের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এক কথায় বলা যায় এ সরকার শুধু অসহিষ্ণু নয়, সব দিক থেকেই ব্যর্থ ও অকার্যকর। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস একুশে আগস্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলায় বলেছেন, একটি 'অসম্ভব' ঘটনা। তিনিও দাবি করেছেন, এ

ধরনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের 'বিচার' হওয়া উচিত। রাষ্ট্রদূত অবশ্য বলেননি কারা এ ঘটনা ঘটাতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শের আবহমান বিরোধী কারা? কারা সিপিবির রাজনীতির চরম বিরোধী? সিপিবির সভায় হামলার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় গ্রেনেড হামলার কি কোনো সাদৃশ্য নেই?

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঢাকাস্থ প্রতিনিধিদের নেতা নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত কেস বেমস্টারবোর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে দাবি করেছেন, গ্রেনেড হামলার ঘটনার যথাযথ তদন্ত এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকারের কি সাহস আছে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে? তাহলে যে বেগম জিয়ার ক্ষমতায় থাকাই অনিশ্চিত হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা ও সন্ত্রাসী হামলা কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু বর্তমানের ভয়াবহতার মাত্রা ও নিপুণ পরিকল্পনা আমাদের শিহরিত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নির্দেশে চালিত প্রশাসনের কাছে সবিনয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই ঃ

১. গত ২১ আগস্ট বোমা-গ্রেনেড-গুলি হামলার নিপুণ ও পরিকল্পিত ঘটনা কি ১৯৭৫ সালের আগস্টের ভয়াবহ ঘটনা ও ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা ঘটনার বর্ধিতকরণ ও সেদিনের অসমাপ্ত পরিকল্পনার চূড়ান্ত সমাপ্তিকরণ প্রক্রিয়া ছিল?

২. এ ধরনের ভয়াবহ ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে তা নিরূপনে ও শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের হামলা থেকে রক্ষা করতে সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হলো কেন?

৩. সত্যিই কি আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর? আমাদের সব শ্রেণীর (সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্তসহ) গোয়েন্দা বিভাগ তাহলে ২১ আগস্টের ঘটনার আগাম সতর্কবাণী দানে চরমভাবে ব্যর্থ হলো কেন? তারা আওয়ামী লীগের ক্ষতি হলে সরকার খুশি হবেন এ বিবেচনায় কোনো আগাম সতর্কবাণী সরকারকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি? অথবা, তারা সতর্কবাণী সরকারকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সরকার তার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি? নাকি আওয়ামী নেতা ও কর্মীবাহিনী মিছিল বের করলেই পুলিশ শুধু তাদের ঠ্যাঙ্গানোর জন্য প্রস্তুত ছিল? ওদেরকে যে নিরাপত্তা দিতে হবে বিষয়টি মাথায় ছিল না? অবশ্য এই অ্যাটিচুডের জন্য শুধু নিরাপত্তা বাহিনীকে দোষ দেওয়া যায় না, সরকারই তো এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্রষ্টা। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগসমূহ কি কেবল সরকারবিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকদের ইন্টারোগেট করতেই বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত?

৪. সরকার যে জনসভায় সাধারণ মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তা বিধানে অসমর্থ হলো বা ইচ্ছে করেই ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না এর পেছনে কি এই মনোভাব কার্যকর ছিল ’খবঃ অধিসর খবধমঁব ংঁভভবৎ, ধহফ মবঃ ফবংঃৎড়ুবফ’?

৫. গত একুশ আগস্ট যে সব গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়েছে বা ঢাকার বিভিন্নস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে তা সেনাবাহিনীতেই ব্যবহৃত হয়। তাহলে এতো বিপুলসংখ্যক গ্রেনেড সন্ত্রাসীদের হস্তগত হলো কীভাবে? এ রহস্য উদঘাটন করে দেশবাসীকে জানানোর একটি নৈতিক দায়িত্ব প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে থাকা প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক সর্বাধিনায়ক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ওপরও বর্তায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাধারণ মানুষ উপরোক্ত ধরনের প্রশ্নগুলোর জবাব আশা করে। সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব এড়াতে পারেন কি?

অধ্যাপক অজয় রায় ঃ পদার্থবিজ্ঞানী।